পবিত্র ঈদুল আজহা

ত্যাগের আনন্দে মহিমান্বিত হবে মন

জিলহজ মাসের ১০ তারিখে পবিত্র ঈদুল আজহা।

আকাশে জিলহজের চাঁদ উঠার পর বলেই দেওয়া যায়, কবে হচ্ছে ঈদের দিন। মহান আল্লাহর উদ্দেশে পশু কোরবানির মধ্য দিয়ে দেশের মুসলিম সম্প্রদায় তাদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আজহা উদযাপন করবে। ঘরে ঘরে ত্যাগের আনন্দে মহিমান্বিত হবে মন। প্রায় চার হাজার বছর আগে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হজরত ইব্রাহিম (আ.) তাঁর ছেলে হজরত ইসমাইল (আ.)-কে কোরবানি করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু পরম করুণাময়ের অপার কুদরতে হজরত ইসমাইল (আ.)-এর পরিবর্তে একটি দুম্বা কোরবানি হয়ে যায়। হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর সেই ত্যাগের মহিমার কথা স্মরণ করে মুসলিম সম্প্রদায় জিলহজ মাসের ১০ তারিখে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের আশায় পশু কোরবানি করে থাকে। তবে ঈদের পরও দুই দিন অর্থাৎ ১১ ও ১২ জিলহজেও পশু কোরবানি করার ধর্মীয় বিধান আছে। শুক্রবার সকালেই মুসলি্লরা নিকটস্থ ঈদগাহ বা মসজিদে আসবেন ঈদুল আজহার দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজ আদায়ের জন্য। খতিব নামাজের খুতবায় তুলে ধরবেন কোরবানির তাৎপর্য। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাই একত্রে নামাজ আদায় করবেন। শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন কোলাকুলির মাধ্যমে। নামাজ শেষে অনেকেই যাবেন কবরস্থানে স্বজনের কবর জিয়ারত করতে। আনন্দের দিনে অশ্রুসিক্ত হয়ে চিরকালের জন্য চলে যাওয়া স্বজনের আৎদার মাগফিরাত কামনা করে আল্লাহর দরবারে করজোড়ে মোনাজাত করবেন তারা। এরপর হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর মহান আৎদত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের ভিতরের পশুত্বকে পরিহার করা ও আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের আশায় পশু কোরবানি করবেন। মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকে যে অহংবোধের হীনম্মন্যতা তা বিসর্জন দিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হওয়াই কোরবানির শিক্ষা। ঈদুল আজহা ও কোরবানির জন্য সারা দেশে এখন চলছে প্রস্তুতি। কোরবানিতে পরিবেশ যাতে দূষিত না হয় সে ব্যাপারে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ।

পশু কোরবানির মাধ্যমে মহান স্রষ্টার উদ্দেশে সৃষ্টির আনুগত্য প্রকাশের উপলক্ষ এই ঈদুল আজহা, আমাদের কাছে যা কোরবানির ঈদ হিসেবেও পরিচিত। কোরবানি শব্দের অর্থ হচ্ছে আত্মত্যাগ, আত্মোৎসর্গ, নৈকট্য অর্জন ইত্যাদি। হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর আনুগত্য পরীক্ষা করতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বস্তুকে কোরবানি দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন পুত্র হজরত ইসমাইল (আ.)। এমন এক অগ্নিপরীক্ষার মুখে পড়ে তিনি আল্লাহর নির্দেশ মেনে আপন পুত্রকে কোরবানি দিতে উদ্যত হন। তখন আল্লাহর নির্দেশে ছুরির নিচে হজরত ইসমাইল (আ.)-এর স্থলে কোরবানি হয়ে যায় একটি দুম্বা। সৃষ্টিকর্তার প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য ও ত্যাগ স্বীকারই হচ্ছে কোরবানির মূল চেতনা।

হজরত ইব্রাহিম (আ.) কোরবানির মাধ্যমে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অনন্য যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, আল্লাহ তাআলা তা পরবর্তী বংশধরদের জন্যও অনুসরণীয় করে দেন। কোরবানির মূল চেতনা হচ্ছে আত্মত্যাগের প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন। মানুষের নানা রিপু, তথা হিংসা, লোভ, কাম, ক্রোধ ত্যাগের মাধ্যমে মনের পশুবৃত্তি, তথা কুপ্রবৃত্তিকে জবাই করা—পশু কোরবানির পাশাপাশি কোরবানির এই মর্মবাণী আমাদের বিবেচনায় রাখা জরুরি।

আমাদের দেশে প্রতিবছর ঈদুল আজহার সময় ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা কোরবানি দেন। বিপুলসংখ্যক পশু কোরবানির কারণে পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি সব সময়েই একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এবার ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন পশু কোরবানির জন্য কিছু স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছে। প্রথমবারের মতো নেওয়া এই উদ্যোগ সবাই মেনে চলার চেষ্টা করবেন, সেটাই প্রত্যাশিত। এবার হয়তো কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে, কিন্তু এবারের সমস্যাগুলো বিবেচনায় নিলে ভবিষ্যতে এই ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করা যাবে।

সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক